



ঝরনার গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



কবি পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কাছে নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক বাংলা-গদ্যের প্রাণপুরুষ ও ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর পিতামহ। পাণ্ডিত্যের একটি প্রবল ঝাঁক উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি তাঁর পিতামহের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর এ পাণ্ডিত্যের ছাপ অনেক কবিতার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যখন মধ্যগগনে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তখন আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাববলয়ের বাইরেও একটি স্বতন্ত্র কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন; যে কারণে, তিনি বাংলা কাব্য জগতে সমাদৃত হয়ে আছেন। কবিতার ছন্দ ও রূপের নৈপুণ্যের জন্য তিনি ছন্দের যাদুকর হিসেবে বাংলার কাব্য জগতে পরিচিত। সাধারণ মানুষ যেমন তাঁর কাব্যের উপজীব্য; তেমনি আবার অতি সাধারণ দেশজ শব্দ, বিলুপ্তপ্রায় শব্দ ব্যবহার করে তিনি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কবিতা শব্দনির্মাণ কৌশল, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনুবাদের পথিকৃৎ হিসাবেও তিনি স্বীকৃত। তিনি আরবি, ফারসি, চিনা, জাপানি, ইংরেজি, ফরাসি ও উপমহাদেশের বহু ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাঁর ‘কাব্য সঞ্চয়ন’ নামে একটি কবিতা সংগ্রহ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, কুহু ও কেকা, অত্র আবীর, বেলা শেষের গান, বিদায় আরতী।

অনূদিত কাব্যগ্রন্থ : তীর্থরেণু, তীর্থ-সলিল, ভুলের ফসল।

ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকৃতি বিষয়ক ‘ঝরনার গান’ কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির বিচিত্র অনুষ্ণের রূপ সৌন্দর্যের তুলনা, পাহাড়ি প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক এবং পাহাড়ি ঝরনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কবি এই কবিতায় ঝরনার চঞ্চল গতিময়তা, চমৎকার ধ্বনি-মাধুর্য এবং নিখর পাথরের বুকে পদচিহ্ন রেখে যাওয়া মনোমুগ্ধকর ও মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য অবলোকনে কবি মানসিক শান্তি ও কর্মস্পৃহাকে শাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।



উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- ঝরনার চলার গতি ও পথের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

চপল পায় কেবল ধাই,
 কেবল গাই পরীর গান,
 পুলক মোর সকল গায়,
 বিভোল মোর সকল প্রাণ ।
 শিথিল সব শিলার পর
 চরণ খুই দোদুল মন,
 দুপুর-ভোর ঝাঁঝের ডাক,
 বিমায় পথ, ঘুমায় বন ।
 বিজন দেশ, কূজন নাই
 নিজের পায় বাজাই তাল,
 একলা গাই, একলা ধাই,
 দিবস রাত, সাঁঝ সকাল ।
 ঝুঁকিয়ে ঘাড় বুঁম-পাহাড়
 ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়;
 শঙ্কা নাই, সমান যাই,
 টগর-ফুল-নুপুর পায়,
 কোন গিরির হিম ললাট
 ঘামল মোর উদ্ভবে,
 কোন পরীর টুটুল হার
 কোন নাচের উৎসবে ।
 খেয়াল নাই-নাই রে ভাই
 পাই নি তার সংবাদই,
 ধাই লীলায়, -খিলখিলাই-
 বুলবুলির বোল সাধি ।
 বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলোয়
 কালসারের দল চরে,
 শিং শিলায়-শিলার গায়,
 ডালচিনির রং ধরে ।
 ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
 দুলিয়ে যাই অচল-ঠাট,
 নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই-
 টিলার গায় ডালিম-ফাট ।
 শালিক শুক বুলায় মুখ
 থল-ঝাঁঝের মখমলে,
 জরির জাল আংরাখায়
 অঙ্গ মোর ঝলমলে ।
 নিম্নে ধাই, শুনতে পাই
 ‘ফটিক জল ।’ হাঁকছে কে,
 কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
 নিক না সেই পাক ছেকে ।



গরজ যার জল সঁচাচার
 পাতকুয়ায় যাক না সেই,
 সুন্দরের তৃষ্ণা যার
 আমরা ধাই তার আশেই।
 তার খোঁজেই বিরাম নেই
 বিলাই তান-তরল শেগঢাক,
 চকোর চায় চন্দ্রমায়,
 আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ।
 চপল পায় কেবল ধাই
 উপল-ঘায় দিই ঝিলিক,
 দুল দোলাই মন ভোলাই,
 ঝিলমিলাই দিগ্ধিদিক।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আত্মরাখা- লম্বা ও ঢিলা পোশাক বিশেষ। উদ্ভব- উৎপন্ন, জন্ম। উপল-ঘায়- পাথরের আঘাতে। কুজন- পাখির ডাক। গরজ- দরকার; প্রয়োজন। গিরি- পাহাড়; পর্বত। চকোর- পাখি বিশেষ, কবি-কল্পনা অনুযায়ী এই পাখি চাঁদের আলো পান করে। চন্দ্রমা- চাঁদের আলো। চপল- অস্থির; চঞ্চল। বাঁঝি- এক প্রকার জলজ গুল্ম; বহুদিন ধরে জমা শেওলা। ঝুম-পাহাড়- নীরব পাহাড়; নির্জন পাহাড়। তরল শ্লোক- লঘু বা হালকা চালের কবিতা। তান- সুর। থল- স্থল। ধাই- দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া; ধাওয়া। পাতকুয়া- কাঁচা কুয়া; ছোট কুয়া। পুলক- শিহরণ। ‘ফটিক জল’- চাতক পাখি ডাকলে ‘ফটিক জল’ শব্দের মতো শোনা যায়। বিজন- নির্জন; জনশূন্য; নিভৃত। বিভোল- অচেতন; বিভোর; বিবশ; বিহবল। বিলাই- বিতরণ করি; পরিবেশন করি (বিলোনো থেকে)। বোধ- অনুভূতি; উপলব্ধি। বোল- বুলি; কথা। মখমল- কোমল ও মিহি কাপড়। ললাট- কপাল। গুক- টিয়ে পাখি। শিখিল- শ্লথ; অবসন্ন; জড়তুল্য। শিলা- পাথর। সাঁঝ- সন্ধ্যা। সঁচাচার- সেচন করার বা পানি তোলার যন্ত্র। হিম- তুষার; বরফ।



সারসংক্ষেপ :

ঝরনার আছে গতির সৌন্দর্য। দূর পাহাড়ে জন্ম নিয়ে বিজন পথে সে একাকী ধেয়ে চলে। চলাতেই তার আনন্দ। আশপাশের দিকে নজর না দিয়েই সে ঝলমলে অঙ্গ নিয়ে ছুটে যায়। সে চায় না, তার স্বচ্ছ পানিতে কেউ পিপাসা মেটাক। সৌন্দর্যই তার মূল পরিচয়। তাই সে যেতে চায় তার কাছে, যার সুন্দর দেখার চোখ আছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ঝরনা কীসের গান করে?
 ক. বুলবুলির খ. ঝাঁঝির গ. শালিকের ঘ. পরির
- ফটিক জলের কী হয়েছে?
 ক. তৃষ্ণা পেয়েছে খ. ক্লান্তি পেয়েছে গ. ক্ষুধা লেগেছে ঘ. কষ্ট লেগেছে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘ঝরনা। ঝরনা। সুন্দরী ঝরনা।
 তরলিত চন্দ্রিকা। চন্দন বর্ণা।
 অঞ্চল সিঞ্চিত গৌরিক স্বর্ণে,
 গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে।’



৩. উদ্দীপকটির সঙ্গে নিচের কোন কবিতার মিল রয়েছে?

ক. প্রাণ খ. মানুষ গ. বরনার গান ঘ. সাঁকোটা দুলাছে

৪. উদ্দীপক ও পাঠ্য কবিতায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে—

i. সৌন্দর্যময়তা ii. গতিময়তা iii. চঞ্চলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘ফটিক জল’ কী?

ক. ফিঙ্গে পাখি খ. ময়না পাখি গ. চাতক পাখি ঘ. হৃদহৃদ পাখি

৬. ‘ঝর্ণার গান’ কবিতায় পাহাড় কীভাবে ঘুমায়?

ক. মুখোশ পরে খ. লাঠি নিয়ে গ. ঘাড় ঘুরিয়ে ঘ. ধমক দিয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

চুনিয়া তো ভালোবাসে শান্তস্নিদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ,
চুনিয়া প্রকৃত বৌদ্ধ স্বভাবের নিরিবিলা সবুজ প্রকৃতি
চুনিয়া যোজনব্যাপী মনোরম আদিবাসী ভূমি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ঝর্ণার গান’ কবিতাটির কোন বিষয়ে মিল রয়েছে?

ক. প্রকৃতি খ. মানুষ গ. ছন্দ ঘ. ভাব

৮. উদ্দীপক ও ‘বরনার গান’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—

ক. প্রকৃতির শাস্বত আবেদন খ. প্রকৃতির রুক্ষতা
গ. প্রকৃতির মাদকতা ঘ. প্রকৃতির ভয়াবহতা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনিন্দ্য সুন্দর দেশ বাংলাদেশ। এদেশের কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্র আবার কোথাও বা বিভোল চিত্তে ছুটে চলা বরনা। বাংলার এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য গুহ্র এবং তার বন্ধুরা সেবার ছুটে গিয়েছিল পার্বত্য জেলা বান্দরবানে। সেখানে তারা দেখেছে পাহাড়ের গা বেয়ে ছিটকে পড়া চলমান বরনার জলধারা। বরনার অবিরাম জলধারা মানব হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে। পতিত এ জলরাশির ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব এককথায় অপূর্ব। গুহ্রর ভাবনায়, প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যের আধার বরনা।

ক. বাংলা সাহিত্যে ‘ছন্দের রাজা’ বলে কে পরিচিত?

খ. ‘শঙ্কা নাই, সমান যাই’ – বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বরনার গান’ কবিতার সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. ‘বরনার গান’ কবিতার মূলভাব প্রকাশ করায় উদ্দীপকের সাফল্য বিচার করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে ছন্দের রাজা বলে পরিচিত।

খ. ‘শঙ্কা নাই, সমান যাই’ বলতে বরনার নির্ভর ও শঙ্কাহীন চলার গতিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ এ পৃথিবী। এর মধ্যে একটি অনিন্দ্য উপাদান বরনা। স্তব্ধ পাথরের বুকে এক আনন্দের চিহ্ন বরনা। দৈত্যের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে ভয় দেখানো পাহাড় থেকে নেমে আসে বরনা। তার আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে ধেয়ে আসে সাদা জলরাশির ধারা। চপলা, চঞ্চলা এ বরনা ভয় কাকে বলে জানে না। সে জানে না চলার গতি থামাতে বা কমাতে। তাই বরনা তার চলার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছে, ‘শঙ্কা নাই, সমান যাই’।



গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ঝরনার গান’ কবিতার নানা বিষয়ে মিল রয়েছে।

প্রকৃতি সৌন্দর্যের এক অনুপম আধার। সে তার নানা আয়োজনে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, শৈলপ্রপাত, ঝরনা তার অন্যতম উদাহরণ।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার একটি ঝরনার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে শুভ্র এবং তার বন্ধুরা দেখেছে পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে পড়া চলমান ঝরনার অবিরাম ধারা। ঝরনার অনিকেত জলধারা তাদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করেছে। তাদের কাছে এ ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব অপূর্ব মনে হয়েছে। অন্যদিকে ‘ঝর্ণার গান’ কবিতায় ঝরনা নিজেই তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে। সে চঞ্চল পায়ে পুলকিত গতিময়তায় স্তব্ধ পাথরের বুকে আনন্দের পদচিহ্ন এঁকে ছুটে চলে। সে পর্বত থেকে নেমে আসা আনন্দময় পদধ্বনির সাদা জলরাশির ধারা। গিরি থেকে পতিত এই অমুরাশি পাথরের বুকে আঘাত হেনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ঝরনার গান’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও ‘ঝরনার গান’ কবিতা দুটিরই উপজীব্য প্রাকৃতিক উপাদান এবং এর সৌন্দর্য ও বর্ণবিভা।

পৃথিবীর প্রকৃতি জগতে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র সব উপাদান। প্রত্যেকটি উপাদান তার আপন বৈশিষ্ট্য স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই তা হয়েছে। উদ্দীপক এবং ‘ঝরনার গান’ কবিতায় আমরা দুটি ঝরনার কারুকার্যময় পথচলা এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করি।

উদ্দীপকে বান্দরবান জেলার একটি ঝরনার কথা বলা হয়েছে। এ ঝরনা পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে পড়া একটি চলমান জলধারা। শুভ্র ও তার বন্ধুদের কাছে ঝরনাটির অবিরাম জলধারা অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস হিসেবে ধরা দিয়েছে। তাদের কাছে ঝরনাটির ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব মনোহর মনে হয়েছে। অন্যদিকে ‘ঝরনার গান’ কবিতায় ঝরনা তার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। এখানে ঝরনা চঞ্চলা চপলা গিরি নন্দিনী। তার পা পুলকিত গতিময়। সে যেন পাথরের বুকে আনন্দের চিহ্ন। এই ঝরনা পাহাড় থেকে আনন্দময় পদধ্বনিতে নেমে আসা এক চঞ্চল সাদা জলরাশির ধারা। এ জলধারার সৌন্দর্য এবং অমিয় স্বাদ তুলনারহিত।

উদ্দীপকে ঝরনার অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্য মানব মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার বর্ণনা রয়েছে। উদ্দীপকের বর্ণনাতে পাওয়া যায় সৌন্দর্যপিপাসু মনের আত্মার খোরাক। অপরদিকে ‘ঝরনার গান’ কবিতায় ঝরনার চলার পথের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা ফুটে উঠেছে। পাহাড়, শিলা, বন, টিলা, বুলবুলি পাখি ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক উপাদানে পূর্ণ করে কবি তার কবিতাটিকে গড়ে তুলেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘ঝরনার গান’ কবিতার মূলভাব তুলে ধরতে সফল হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে বিচিত্র উপাদানে সজ্জিত করেছেন। এর অন্যতম নিদর্শন হল ঝরনা। ঝরনা পুলকিত গতিময় ছন্দে পৃথিবীর বুকে পদচিহ্ন এঁকে ছুটে চলে। তার চঞ্চল ও আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে নেমে আসে সাদা জলরাশি। পাহাড় থেকে পতিত এই জলরাশি পৃথিবীর বুকে এক মোহনীয় আবেশ সৃষ্টি করে। সত্যিই, পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দর এক উপাদান ঝরনা।

ক. ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কে?

খ. কেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ‘ছন্দের রাজা’ বলা হয়?

গ. কোন দিক দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ঝরনার গান’ কবিতার মিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘ঝরনার গান’ কবিতাটির একটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে, পুরো অংশের প্রতিফলন ঘটেনি।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. গ ৬. গ ৭. ক ৮. ক